ডিস্ট্রিবিউটর-অপারেটর লড়াই

ক্যাবল টিভি অপারেটরদের লাগাতার ধর্মঘটের বলি সাধারণ টিভি দর্শক। ৪ জন ক্যাবল অপারেটর নেতা এবং ২৮টি পে-চ্যানেলের ডিস্ট্রিবিউটর কোম্পানি ন্যাশনওয়াইড কমিউনিকেশন্সের ব্যবসায়িক বিরোধে প্রায় ১ কোটি টিভি দর্শক স্যাটেলাইট টিভির অনুষ্ঠান দেখতে পারছেন না। লিখেছেন বদরুল আলম নাবিল ছবি তুহিন হোসেন

প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ চলছে ক্যাবল অপারেটরদের ধর্মঘট। সম্প্রতি ঘোষিত বাজেটে অপারেটরদের প্রতি ১৫ শতাংশ সম্পূরক কর আরোপের অজুহাতে তারা ধর্মঘট ডাকলেও নেপথ্যে রয়েছে ডিস্ট্রিবিউটরের সঙ্গে তাদের ব্যবসায়িক বিরোধ এবং গুটিকয়েক অপারেটর নেতাদের সরকারকে ট্যাক্স না দিয়ে ব্যবসা করার মানসিকতা। বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১০০টি চ্যানেল দেখা যায়। এর মধ্যে ৩১টি পে চ্যানেল, বাকিগুলো ফ্রি টু এয়ার। ৩১টি পে-চ্যানেলের ডিস্ট্রিবিউটর দু'টি কোম্পানি। এর মধ্যে আবুল খায়ের গ্রুপের আবুল খায়ের লিটুর মালিকানাধীন ন্যাশনওয়াইড কমিউনিকেশন্স ২৮টি পে-চ্যানেলের ডিস্ট্রিবিউটর। ইএসপিএন, স্টার স্পোর্টস এবং এইচবিও চ্যানেলের ডিস্ট্রিবিউটর ট্রান্স লিঙ্ক লিমিটেড।

বাংলাদেশ ক্যাবল অপারেটরস ওনার্স এসোসিয়েশনের (কোয়াব) সভাপতি আনোয়ার পারভেজ এবং বাংলাদেশ স্যাটেলাইট ক্যাবল টিভি ওনার্স এসোসিয়েশনের (সিনওয়া) সভাপতি মীর হোসাইন আখতার সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, '২ জন চ্যানেল ডিস্ট্রিবিউটরের মনোপলি বাণিজ্যের সুবাদে ক্যাবল অপারেটরদের কাছ থেকে উচ্চ মূল্য নিচ্ছে এবং এই মূল্য দফায় দফায় বাড়িয়ে চলছে। ফলে শুরুর মূল্য থেকে আজকের মূল্য প্রায় ২০০ গুণ বেড়েছে। এ অবস্থায় সরকার সম্পূরক কর ধার্য করায় আমাদের ব্যবসা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে'।

অন্যদিকে ন্যাশনওয়াইড কমিউনিকেশন্সের স্বত্বাধিকারী আবুল খায়ের লিটু এই প্রতিবেদকের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, '৪ জন ক্যাবল অপারেটর নেতা আমার কোম্পানির পাওনা দীর্ঘদিন থেকে পরিশোধ না করায় আমরা তাদের ২৮টি পে-চ্যানেলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। তারাই মূলত অন্যান্য ক্যাবল অপারেটর এবং ফিড অপারেটরদের ভুল বুঝিয়ে আন্দোলনে নামিয়েছে। এই চারজন অপারেটর নেতা হলো কোয়াব সভাপতি আনোয়ার পারভেজ (মালিবাগ), পুরান ঢাকার দীন মোহাম্মদ এবং মিরপুরের শাহীন ও বাদল'।

আবুল খায়ের লিটু আরো জানান, 'আমরা এদের পে-চ্যানেল সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়ার পর এরা পার্শ্ববর্তী কোনো অপারেটরের কাছ থেকে পে-চ্যানেলগুলোর অনুষ্ঠান রেকর্ড করে নিয়ে তা পরবর্তীতে প্রচার করে।'

> 'কর ধার্য করায় ১২ থেকে ১৫ টাকা বেশি সরকারকে দিতে হবে। এটা এমন কিছু নয়। এটার জন্য আন্দোলনে যাওয়া মানে হয় না।'
>
> **আবুল খায়ের লিটু**
> **স্বত্বাধিকারী**
> **ন্যাশনওয়াইড কমিউনিকেশন্স লিঃ**

অপারেটরদের আয়-ব্যয়ের একটি চিত্র

ক্যাঃ অপাঃ নাম ও এলাকা	পেইড গ্রাহক	নেশনওয়াইড পে-চ্যানেল	পেইড টু NWCL গ্রাহক প্রতি	সম্পূরক কর ১৫%	ভ্যাট ১৫%	পেইড টু ট্রান্সলিঙ্ক (৩টি চ্যানেল)	মোট ব্যয়	অ্যাভারেজ রেন্ট কালেকশন	গ্রাহক প্রতি আয়
মাল্টি ক্যাবল নেটওয়ার্ক গুলশান, বনানী	১,৬০০	২১টি চ্যানেল	৯৭.০১	১৪.৫৫	১৬.৭৩	২৪.১৫	১৫২.৪৫	৪০০	২৪৭.৫৫
ইন্টাঃ পেইড ইন্টাঃ বনানী	৬৫০	১৫টি চ্যানেল	৭৭.১০	১১.৫৭	১৩.৩০	২৪.১৫	১২৬.১১	৩৫০	২২৩.৮৯
ক্যাবল টেলিভিশন গুলশান, বারিধারা	১,৫৫০	১৯টি চ্যানেল	৯৪.৫৭	১৪.১৯	১৬.৩১	২৪.১৫	১৪৯.২২	৩৫০	২০০.৭৮
উত্তরা ক্যাবল নেটঃ উত্তরা	২,০০০	১৪টি চ্যানেল	৭০.১৭	১০.৫৩	১২.১০	২৪.১৫	১১৬.৯৫	৩০০	১৮৩.০৫
ঢাকা ক্যাবল ভিশন লিঃ ধানমন্ডি	৭,৪৯০	১৮টি চ্যানেল	৮০.৩৮	১২.০৬	১৩.৮৭	২৪.১৫	১৩০.৪৫	২৭৫	১৪৪.৫৫
নিউ স্টার ক্যাবল টিভি নেটঃ মোহাম্মদপুর	৭,৬৪৮	১৬টি চ্যানেল	৭২.৩৫	১০.৮৫	১২.৪৮	২৪.১৫	১১৯.৮৩	২৫০	১৩০.১৭

‘২ জন চ্যানেল ডিস্ট্রিবিউটরের মনোপলি বাণিজ্যের সুবাদে ক্যাবল অপারেটরদের কাছ থেকে উচ্চ মূল্য নিচ্ছে এবং এই মূল্য দফায় দফায় বাড়িয়ে চলছে’

আনোয়ার পারভেজ
সভাপতি
বাংলাদেশ ক্যাবল অপারেটস ওনার্স এসোসিয়েশন

পে-চ্যানেল মোগল লিটু

ন্যাশনওয়াইড কমিউনিকেশন্সের আবুল খায়ের লিটু কোম্পানি স্টার মুভিজ, স্টার প্লাস, স্টারওয়ার্ল্ড, স্টার নিউজ, স্কাই নিউজ, স্টার গোল্ড, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, অ্যাডভেঞ্চার ওয়ান, হলমার্ক, জিটিভি, জি সিনেমা, জি মিউজিক, জি নিউজ, এক্স এন, সনি, ডিসকভারি, এনিমেল প্লানেট, কার্টুন নেটওয়ার্ক, আলফা বাংলাসহ ২৮টি পে-চ্যানেলের বাংলাদেশে একক ডিস্ট্রিবিউটর। এই জনপ্রিয় চ্যানেলগুলোর একক ডিস্ট্রিবিউটর হওয়ার কারণে তিনি স্বেচ্ছাচারি মনোপলি বাণিজ্য চালাচ্ছেন। এ অভিযোগ ক্যাবল অপারেটরদের। তিনি ২৮টি চ্যানেলকে ৫টি প্যাকেজে ভাগ করেছেন। কোনো অপারেটর যদি স্টার প্লাস এবং স্টার মুভিজের মতো জনপ্রিয় চ্যানেলগুলো নিতে চায় তবে তাকে ঐ স্টার পরিবারের বাকি অজনপ্রিয় চ্যানেল স্টার গোল্ড, স্টার নিউজের মতো চ্যানেলগুলোও নিতে হবে। জি সিনেমা এবং AXN নিতে আলফা বাংলা, হলমার্কের মতো চ্যানেলগুলো নিতে বাধ্য করা হয়। তবে প্যাকেজের বাইরেও নির্দিষ্ট কোনো চ্যানেল নেয়ার সুযোগ আছে। তবে তাতে অর্থ দিতে হবে আনুপাতিক হারের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি এবং তিনি দফায় দফায় পে-চ্যানেলগুলোর মূল্য বৃদ্ধি করছেন। এ সম্পর্কে ক্যাবল অপারেটরদের দাবি, সরকার এই প্যাকেজ প্রথা বাতিল করে চ্যানেল প্রতি একটি নির্দিষ্ট ফি ধার্য করে দিতে পারে, যার বেশি ডিস্ট্রিবিউটর নিতে পারবে না। তাতে পরিবেশক এবং অপারেটরদের দীর্ঘদিনের বিরোধের মীমাংসা হবে। আবুল খায়ের লিটুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি প্যাকেজ প্রথা বাতিল এবং চ্যানেলের উচ্চ মূল্য কমাবেন কিনা? তিনি বলেন, ‘দাম কখনো কমে না, বাড়ে’।

অপারেটরদের ৮ দফা

ক্যাবল অপারেটরদের ৮ দফা দাবির মধ্যে বেশকিছু দাবি যৌক্তিক নয়। তারা এতোকাল সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা করে আসছেন। এখনো তারা সরকারকে টাকা না দিয়ে ব্যবসা করতে চান।

সিনওয়ার ৮ দফা

১। ১৫% ভ্যাটের পরিবর্তে ‘টার্নওভার’ পদ্ধতিতে ক্যাবল টিভি ব্যবসায়ীদের ভ্যাট নিতে হবে, যা ব্যবসায়ীরাই সরাসরি সরকারকে প্রদান করবে।
২। ক্যাবল টিভি ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স ফি ৫০০ টাকা ধার্য করতে হবে।
৩। ‘স্যাটেলাইট চ্যানেল সেন্সর বোর্ড’ গঠন করতে হবে।
৪। ক্যাবল টিভি ব্যবসাকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা দিতে হবে।
৫। পে-চ্যানেল ‘রিনুয়াল ফি’ মাসিক ভিত্তিতে নিতে হবে।
৬। ক্যাবল টিভি ব্যবসাকে ব্যাংক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
৭। পে-চ্যানেলের সংখ্যা সর্বোচ্চ ৮টি নির্ধারণ করতে হবে।
৮। দেশীয়ভাবে উৎপাদিত ক্যাবল টিভি যন্ত্রাংশ ভ্যাটমুক্ত করতে হবে।

যদিও তারা মুখে বলছে, আমরা সরকারকে ট্যাক্স দিতে চাই, তবে একটা গ্রহণযোগ্য সিস্টেমের মাধ্যমে আনতে হবে। পরিবেশকের মাধ্যমে নয়, অপারেটররাই সরাসরি সরকারকে রাজস্ব দেবে। তারা ২০০০কে জানিয়েছেন, পে-চ্যানেল নবায়নের টাকা পরিশোধের সময় প্রতি মাসে ১৫ শতাংশ ভ্যাটের টাকা আমরা ন্যাশনওয়াইড কমিউনিকেশনকে দেই। কিন্তু সিংহভাগ ক্যাবল অপারেটরই লাইসেন্স এ অজুহাত দিয়ে ভ্যাটের টাকার কোনো রশিদ দেয় না। এভাবে সারা দেশের অপারেটররা গত কয়েক বছরে ১২ থেকে ১৫ কোটি টাকা সরকারি ভ্যাট ন্যাশনওয়াইডের কাছে জমা দিয়েছে। এর বেশিরভাগই রশিদ দেয়নি। আমাদের ধারণা, এই বিপুল পরিমাণ টাকা ন্যাশনওয়াইড আত্মসাৎ করেছে। আবুল খায়ের লিটু এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

আবুল খায়ের লিটু সম্পূরক কর সম্পর্কে বলেন, এই কর ধার্য করায় ১২ থেকে ১৫ টাকা বেশি সরকারকে দিতে হবে। এটা এমন কিছু নয়। এটার জন্য আন্দোলনে যাওয়া মানে হয় না। কোয়াব এবং সিনওয়া পে-চ্যানেলের সংখ্যা কমিয়ে ৮টি করার দাবি করেছে। এটা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ দর্শক কয়টি চ্যানেল দেখবে সেটা দর্শকের ব্যাপার। সেখানে সেন্সর আরোপের দাবি অপ্রাসঙ্গিক। কারণ দর্শক টাকা দিয়েই চ্যানেল দেখছে। তারা ৫ বছরের ট্যাক্স হলিডে ঘোষণার দাবি করছে, ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবি করছে তা যৌক্তিক নয়।

তবে তাদের যৌক্তিক দাবি যেমন পরিবেশকের স্বেচ্ছাচারিতা মনোপলি ব্যবসা, লাইসেন্স ফি কমানো ইত্যাদি সমাধানের উদ্যোগ সরকারকেই নিতে হবে।

লাইসেন্স ভেল্কি!

সারা দেশে ৬০ জন ক্যাবল অপারেটর এবং ১৫০০ ফিড অপারেটর রয়েছে। এদের মধ্যে ক্যাবল অপারেটরদের প্রতিবছর ২৫

রাজধানীর একটি ক্যাবল অপারেট সেন্টার

হাজার টাকা দিয়ে বিটিভিতে লাইসেন্স করাতে হয়। উচ্চ লাইসেন্স ফি হওয়ার কারণে ৫/৬ জন ছাড়া আর কোনো অপারেটরই লাইসেন্স করাচ্ছেন না। বার বার দাবি করা সত্ত্বেও এই ফি বিটিভি কমাচ্ছে না। এতে বিটিভি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও লাভ হচ্ছে বিটিভির লাইসেন্স দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের । মাসের শেষে তারা ক্যাবল অপারেট সেন্টারগুলোতে গিয়ে হুমকি দিয়ে মাসোহারা নিয়ে আসেন। অন্যদিকে লাইসেন্স না থাকায় অপারেটরদের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে পারেন না। ফলে তারা সরকারকে নির্ধারিত ১৫ শতাংশ ভ্যাট দিচ্ছেন না। কেউ কেউ ডিস্ট্রিবিউটরের মাধ্যমে ভ্যাট দিলেও তা পরিবেশকই আত্মসাৎ করছেন এমন দাবি অপারেটরদের।

অবশ্য এক শ্রেণীর অপারেটরও লাইসেন্স এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে। কারণ লাইসেন্স হলেই আয়করের আওতায় পড়বে। সরকারের উচিত লাইসেন্স ফি ৫ থেকে ১০ হাজার টাকার মধ্যে এনে সকল অপারেটরকে লাইসেন্স নিতে বাধ্য করা।

তথ্যমন্ত্রী ব্যর্থ

তথ্যমন্ত্রী ২১ জুলাই আড়াই ঘন্টা বৈঠক করেছেন ক্যাবল অপারেটর নেতাদের সঙ্গে। তাদের দাবিগুলো খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু কোয়াব ও সিনওয়া নেতারা তাদের দাবি আগে পূরণ হোক এটাই চান। বরং তারা তথ্যমন্ত্রীর কাছে নতুন এক উদ্ভট দাবি তুলেছেন সকল পে-প্যানেল বন্ধ করে দেয়ার। ২২ জুলাই রাত ৮টা থেকে ফ্রি-টু এয়ার চ্যানেলগুলো চালু করা হয়েছে। কোয়াব সভাপতি আনোয়ার পারভেজ ২০০০কে বলেছেন, 'দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত পে-চ্যানেলগুলোর সম্প্রচার বন্ধ থাকবে।' ভুক্তভোগী অসহায় দর্শক শেষ পর্যন্ত চেয়ে আছে সরকারের দিকে। সরকার এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত দেয়। কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটর এবং অপারেটরদের গোঁড়ামির কাছে সরকার যেন হার মেনে নির্বিকার দর্শক সেজে আছে।

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

আমি একজন ছাত্রী। মনের মতো প্রবাসী বন্ধু চাই। কেউ লিখবেন কি?– Kajol, C/o, Faisul Islam (Lalin), Kanaikhali, Natore-6400, Bangladesh

***

পাত্রী চাই, প্রথম শ্রেণীর সিনিয়র কর্মকর্তা (৩৮) বাংলাদেশ সচিবালয়ে কর্মরত। সংগত কারণে ২য় স্ত্রী গ্রহণে আগ্রহী। কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত /শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হাসি-খুশি স্বভাবের লাস্যময়ী লম্বা সুন্দরী পাত্রী চাই।– বিজ্ঞাপনদাতা, জিপিও বক্স নং-৮৭৪, ঢাকা

ঢাকায় অবস্থানরত যে কোনো পেশায়, ধর্মের পঁয়ত্রিশোর্ধ মহিলাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের আহ্বানে।– Prince, Via-Romana-79, Nettuno-00048 (RM) Italy অথবা Rumy, Project Incharge, Self Development Assistance, G.P.O Box. No-2576, Dhaka-1000

***

শেখাতে চাই, বাসায় বা অফিসে গিয়ে যে কোনো বয়সের তরুণ-তরুণীদের কম্পিউটার ও গিটার শেখাতে চাই। আমি গ্যারান্টি সহকারে কম খরচে ও কম সময়ে শেখাবো।– বিস্তারিত # ০১৮২৪২৩১৪, ০১১৮৪৬২৪৪

***

আমি অবিবাহিত ৩৫ বছরের যুবক। সহজ সুন্দর মনের মিশুক প্রকৃতির ৩০ ঊর্ধ্ব জীবনসঙ্গী চাই।– আকাশ, বক্স নং- ২৭১, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার (বুয়েট), কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া বা পাস করা মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্বে আগ্রহী।– বেলাল, ৩০১২, শেরে বাংলা হল, বুয়েট, ঢাকা-১০০০

বই প্রকাশ ও বিক্রয়ের জন্য
যোগাযোগ করুন : ৭১২৩১৬৬
মুন্নী প্রকাশন